মধু। Damn it—আবার কে এলো !

বাড়ীওলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বাড়ীওলা। ভাড়াটা কবে দেবেন ?

মধু। কাল পাঠিয়ে দেব—

বাড়ীওলা। কাল ঠিক চাই কিন্তু—দেখবেন কাল যেন আবার ঘুরতে না হয়।

মধু। না, কাল ঠিক পাবেন।

বাড়ীওলা। ঠিক ত ?

মধু। ঠিক !

বাড়ীওলা বাহির হইয়া গেলেন

(পণ্ডিতদিগকে) আপনাদেরও দেব—টাকা পেলেই দেব—টাকা শিগ্‌গিরই পাব কিছু। আসুন সুরু করা যাক। লিখুন। কতদূর হয়েছে ?

তৃতীয় পণ্ডিত। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে

শনশনে—

পিছন হস্তনিবদ্ধ করিয়া মধুসূদন আবার পদচারণ সুরু করিলেন। একটু পরেই দ্বারে আবার শব্দ হইল ও একটি খানসামাজাতীয় লোক একটি প্যাকেটহস্তে প্রবেশ করিল।

খানসামা। (সেলাম করিয়া) হুজুর মেমসাবকো গাউন লায়া—

মধুর হস্তে প্যাকেটটি দিল

মধু। ও, যেটা সেদিন অর্ডার দিয়েছিলাম ?

খানসামা। জি হুজুর !

মধু। দেখি—

প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিলেন ও একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাউনটি দামী ও দেখিতে সত্যই অপরূপ। দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাঃ—ফাইন ! It will make Henrietta look like a princess ! চমৎকার—ফাইন্—ফাইন্ ! সুন্দর নয়, পণ্ডিত ?

প্রথম পণ্ডিত। তাতে আর সন্দেহ কি !

মধু। (ড্রয়ার খুলিয়া) বক্‌শিস্ লে যাও !

টাকা বাহির করিয়া খানসামাকে দিলেন

গাউনকা বিল পিছে ভেজ দেনা !

খানসামা। জি হুজুর—

খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

মধু। (গাউনটা তুলিয়া ধরিয়া) চমৎকার—বাঃ—কি সুন্দরই হয়েছে গাউনটা ! Fine ! হেনরিয়েটাকে পরিয়ে দেখতে হবে এখুনি ! আজ আর কিছু হবে না ! আপনারা আজ যান !

'হেনরিয়েটা' 'হেনরিয়েটা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৌবন সীমা পার হইয়াছেন—বয়স ৪১ বৎসর হইবে। গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। একটি গ্রন্থ সম্মুখে খোলা—চতুর্দ্দিকে আরও নানা পুস্তক স্তূপীকৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্ময় হইয়া কখনও পড়িতেছেন—কখনও লিখিতেছেন। সহসা দ্বার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদ। তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

মধু। Good evening—Pundit !

বিদ্যাসাগর। এস এস মধু—বস ! কোথায় বসতে দিই তোমাকে ! তুমি সায়েব মানুষ। ওরে ছিরু—

মধু। Please don't trouble yourself. এই ত বেশ বসেছি।

চৌকিতে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে ওখানা কি ?

মধু। বীরাঙ্গনা কাব্য। নতুন লিখেছি এখানা। একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছি—ক্ষমা করবে ত ?

বিদ্যাসাগর। কি বল ত !

মধু। (হাসিয়া) বইখানা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। (বইখানা খুলিয়া পড়িলেন) "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

নাম এই কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহাত্মভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।"

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি আর লোক পেলে না!

মধু। লোক অনেক আছে—কিন্তু তোমার মত লোক আর নেই। There is only one বঙ্গকুলচূড়া।

বিদ্যাসাগর। তুমি কবি মানুষ, অনেক কিছু অলীক বস্তু কল্পনা করে থাক। তোমার সঙ্গে তর্কে ত পারব না।

মধু। তোমাকে বিরক্ত করলাম না ত? এ সব হচ্ছে কি?

বিদ্যাসাগর। লিখছি। (একটু পরে) তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?

মধু। প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। খিদিরপুরের বাড়ীটা বিক্রি করে ফেললাম।

বিদ্যাসাগর। কে কিনলে? হরিমোহন?

মধু। হ্যাঁ। আর বাকী সম্পত্তিও একজনের কাছে পত্তনি দিয়ে যাচ্ছি। সে কিছু টাকা সেলামি আমাকে অগ্রিম দেবে—তাছাড়া মাসে মাসে হেনরিয়েটাকে দেড়শ ক'রে টাকা দেবে। ওতেই চলে যাবে ওদের এখানকার খরচ। ওরা এখানে রইলো, একটু খবর-টবর নিও।

বিদ্যাসাগর। সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তাহলে! তোমার মেঘনাদ-বধ ত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে—নয়?

মধু। হ্যাঁ। Bhudeb has introduced 'মেঘনাদ' in his school! Hemchandra, a real B. A., is editing the second edition.

বিদ্যাসাগর। তা জানি। (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও বাগাতে পারি নি ঠিক—কেমন যেন আটকে আটকে যায়। তোমার

'ব্রজাঙ্গনা' খাসা হয়েছে, দিব্যি গড় গড় ক'রে পড়া যায়, কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই ! বাঙলা সাহিত্যে তুমি যে একজন অসাধারণ কবি এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই আর ! প্রথমে তোমার প্রতি অবিচার করেছিলাম আমি। মানে—

মধু। My dear Vid, you are great ! I prize your opinion above all others' because your admiration is honest and you are above flattering any man.

বিদ্যাসাগর। যা খুশি ব'লে যাও—কবিদের মুখ বন্ধ করার ত সাধ্য নেই ! কিন্তু একটা কথা ভাবছি, এত টাকা-কড়ি খরচ ক'রে বিলেত যাচ্ছ—শেষ পর্য্যন্ত সুবিধে হবে ত ?

মধু। বাঃ—সুবিধে হবে না ? ব্যারিষ্টার হ'ব—that will open a bigger scope for me—টাকা রোজগার করতে হবে—I can't rot in poverty !

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মুস্কিল এই যে, টাকা রোজগার করার চেয়ে খরচ করার দিকেই তোমার ঝোঁকটা বেশী ! টাকা এখনও যা রোজগার করছ, বুঝে সমঝে চললে ওতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক করে দিয়েছিলাম তোমাকে—কিছু আয় বাড়তো তাতে, কিন্তু তুমি ফট্ করে ছেড়ে দিলে !

মধু। আমি পারলাম না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ —সবাই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু আমি পারলাম না It was impossible for me to carry on—রেখে ঢেকে ওজ ক'রে লেখা আমার কর্ম্ম নয়—I am not a journalist by nature Citizen কাগজে লিখে কি বিপদে পড়েছিলাম জান ত ?

বিদ্যাসাগর। জানি ত সব ! কিন্তু পেট্রিয়ট চালাবার মত এক ভাল লোকও যে দরকার। কালীপ্রসন্ন আমার ওপর ভার দিয়েছে